দৈনিক খবর

তারিখ 06 MAR 1990
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 2

13

29

# চার বছর পর শুরু থেকে শুরু।। প্রার্থীদের প্রশ্ন 'দোষ কার?'

।। মাহফুজুর রহমান ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ জন সহযোগী অধ্যাপকের শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে ১৩ জনের জন্য সুপারিশ করার ফলে দীর্ঘ চার বছর পদে সিদ্ধান্ত হয়েছে পুনরায় বিজ্ঞাপন দেয়ার। চার বছর অপেক্ষার পরে শুরু থেকে শুরু করার এ সিদ্ধান্তে যোগ্য প্রার্থীদের প্রশ্ন- 'দোষটা কার?'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ৬ জন সহযোগী অধ্যাপকের নিয়মিত পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ১৯৮৬ সালের ১৫ই এপ্রিল আবেদনের শেষ সময়সীমা দিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এ বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ১৫ জন প্রার্থী আবেদনপত্র জমা দেন। প্রার্থীদের মধ্যে ১২ জন

২-এর পাতায় দেখুন

## চার বছর পর শুরু থেকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং একজন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক। ১৯৮৭ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সিলেকশন কমিটি এ প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের পরে সিলেকশন কমিটি ১৫ জন আবেদনকারীর মধ্যে বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ৬ জনকে সরাসরি নিয়োগদান এবং আরো ৭ জনকে পদোন্নতির মাধ্যমে সহযোগী অধ্যাপক করার সুপারিশ করে। ১৯৮৭ সালের ১৬ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় সিলেকশন কমিটির এ সুপারিশ উথাপিত হয়। সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে দেখা যায় যে, আবেদনকারীদের অধিকাংশেরই সহযোগী অধ্যাপকের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা রয়েছে। কয়েকজনের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকলেও তারা দীর্ঘদিন চাকরি ও অন্যান্য কারণে মানবিক বিবেচনার দাবীদার। এসব বিবেচনায় নিয়েই ৬ জনের জন্য বিজ্ঞাপন দিলেও সিলেকশন কমিটিও সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতির মাধ্যমে ১৩ জনকে সহযোগী অধ্যাপক করার সুপারিশ করেছে।

জানা গেছে, সিলেকশন কমিটির এ সুপারিশের ব্যাপারে সিন্ডিকেট কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ৭৩ অনুযায়ী বিষয়টি বিবেচনা ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য চ্যান্সেলরের কাছে পাঠায়। ১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসে এ সংক্রান্ত ফাইলটি চ্যান্সেলরের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ফাইলটি প্রায় দেড় বছর পর চ্যান্সেলরের সেই মন্ত্রণালয়ে ফিরেছে। গত ১৩ই জানুয়ারী চ্যান্সেলর পুনরায় বিজ্ঞাপন দিয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে এ নির্দেশ এখনও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পৌছেনি। নির্দেশ না পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে পুনরায় কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা চার বছর যাবৎ আশায় থেকে এখনও জানতে পারেননি তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিদ্ধান্তটি পাওয়া এবং তার ভিত্তিতে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রত্যাশায় তারা এখন দিন গুণছেন। উল্লেখ্য, আবেদনকারীদের মধ্যে ১০ জনের পিএইচডি ডিগ্রী আছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকলেও একজনের চাকরির বয়ঃসীমা প্রায় শেষ হবার পথে রয়েছে।